যোয়েলের পুস্তক এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিনের অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ - সংখ্যা চৌত্রিশ

Jeff Pippenger
2026-01-27

সংখ্যা চৌত্রিশ

অরণ্যে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হওয়ার জন্য, অরণ্য থাকা আবশ্যক। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে শুরু করল, এই মর্মে যে যিহূদা গোত্রের সিংহ তখন নিজের সম্বন্ধে যে উদ্ঘাটন প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, সেটির সীলমোহর ভেঙে উন্মোচন করছিলেন। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই, বিশ্রামদিনে সংঘটিত নিরাশা, প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত সাড়ে তিন দিনের পর্বের সূচনা করেছিল, যা ২০২৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর, বিশ্রামদিনে সমাপ্ত হয়েছিল। সেই বিশ্রামদিনে, ২০২০ সালের জুলাই মাসের পর প্রথমবারের মতো, ফিউচার ফর আমেরিকা একটি জুম সভায় সর্বসমক্ষে বক্তব্য প্রদান করেছিল।

সেই সময় থেকে যিশু খ্রিস্টের উদ্ঘাটন ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়ে আসছে। এর সূচনা হয়েছিল ‘সত্য’ শব্দের এক উদ্ঘাটনের মাধ্যমে, যা পরে দেখা গেল তিন ধাপের এক কাঠামোকে প্রতিনিধিত্ব করছে—যার রূপরেখা ইব্রীয় বর্ণমালার প্রথম, ত্রয়োদশ ও বাইশতম অক্ষর দ্বারা নির্ধারিত; এই অক্ষরগুলো একত্র করলে ‘সত্য’ শব্দটি গঠিত হয়। ‘সত্য’ শব্দের কাঠামোয় প্রতিফলিত ওই তিনটি ধাপ ছিল এক প্রাচীন সত্য, যা নতুন এক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত।

বহু বছর ধরে আমরা প্রদর্শন করেছি যে প্রাঙ্গণ, পবিত্র স্থান ও পরম-পবিত্র স্থানের তিনটি পর্যায় পবিত্র আত্মার তিনটি কর্মের সমান্তরাল, কারণ তিনি প্রাঙ্গণে পাপ সম্বন্ধে দোষী সাব্যস্ত করেন, পবিত্র স্থানে ধার্মিকতা প্রকাশ করেন, এবং পরম-পবিত্র স্থানে বিচার করেন। আমরা চিহ্নিত করেছি যে ঈশ্বরের বাক্যের সর্বত্র এই তিনটি পর্যায় প্রকাশ পেয়েছে, তবে ২০২৩ সালের মধ্যে ‘সত্য’-এর কাঠামোর মধ্যে সে সকল অনুধাবন আরও বৃহত্তরভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রাচীন কোনো সত্যকে গ্রহণ করে তাকে সত্যের নতুন কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করাই সেই কাজ যা খ্রিষ্ট করেন, যখন তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁর বাক্যের মোহর খুলে দেন। ২০২৩ সালে যার সমাপ্তি ঘটেছে সেই ‘অরণ্য’ একটি ভাববাদী ‘শেষকালের সময়’কে নির্দেশ করে, যখন কোনো ভাববাণীর মোহর খোলা হয়। সে ভাববাণীই যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশ, যিনি ‘সত্য’।

> উদ্ধারকর্তার সময়ে, ইহুদিরা পরম্পরা ও উপকথার আবর্জনায় সত্যের মূল্যবান রত্নগুলোকে এত ঢেকে দিয়েছিল যে, সত্য আর মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। উদ্ধারকর্তা এলেন অন্ধবিশ্বাস ও দীর্ঘদিন লালিত ভ্রান্তির আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে, এবং ঈশ্বরের বাণীর রত্নগুলোকে সত্যের কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করতে। উদ্ধারকর্তা যদি তখন যেভাবে ইহুদিদের কাছে এসেছিলেন, এখন আমাদের কাছে আসতেন, তবে তিনি কী করতেন? তাঁকে পরম্পরা ও আচার-অনুষ্ঠানের আবর্জনা সরাতে একই ধরনের কাজ করতে হতো। তিনি যখন এই কাজ করলেন, ইহুদিরা ভীষণ বিচলিত হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের মূল সত্যকে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু খ্রিস্ট আবার সেটিকে সামনে এনেছিলেন। ঈশ্বরের মূল্যবান সত্যগুলোকে অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা

> আমাদের কাজ। সুসমাচারে আমাদের হাতে কী মহান কাজ অর্পিত হয়েছে! Review and Herald, ৪ জুন, ১৮৮৯।

এটি "আমাদের কাজ হলো কুসংস্কার ও ভ্রান্তি থেকে ঈশ্বরের মূল্যবান সত্যসমূহকে মুক্ত করা," এবং "ঈশ্বরের বাক্যের রত্নসমূহকে সত্যের কাঠামোয় স্থাপন করা।" ২০২৩ সালে প্রভু "সত্য" শব্দ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত গঠনে সত্যের কাঠামো প্রবর্তন করলেন। সেই কাঠামো "ঈশ্বরের" "মূল" সত্যসমূহকে দৃষ্টিগোচর করে।

> "ভ্রান্তির ধূলা ও আবর্জনা সত্যের অমূল্য রত্নসমূহকে পুঁতে রেখেছে, কিন্তু প্রভুর কর্মীরা এই ধনরত্নগুলো উন্মোচিত করতে পারেন, যাতে হাজার হাজার মানুষ সেগুলোর দিকে আনন্দ ও বিস্ময়ে চেয়ে দেখবে। ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা বিনয়ী কর্মীর পাশে থাকবে, কৃপা ও দিব্য জ্ঞানালোক দান করে, আর হাজার হাজার মানুষ দাউদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ হবে, 'আমার চোখ খুলে দাও, যেন আমি তোমার বিধান থেকে আশ্চর্য বিষয়গুলি দেখি।' যুগ যুগ ধরে যে সত্যসমূহ অদেখা ও অবহেলিত ছিল, সেগুলো ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের আলোকিত পৃষ্ঠাগুলো থেকে প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। সাধারণভাবে যেসব মণ্ডলী সত্য শুনেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পদদলিত করেছে, তারা আরও অধিক দুষ্টতার কাজ করবে; কিন্তু 'জ্ঞানীরা'—অর্থাৎ যারা সৎ—তারা বুঝবে। গ্রন্থটি খোলা, এবং ঈশ্বরের বাক্য তাঁর ইচ্ছা জানতে ইচ্ছুকদের হৃদয়ে পৌঁছে যায়। স্বর্গ থেকে আগত যে স্বর্গদূত তৃতীয় স্বর্গদূতের সঙ্গে যুক্ত হন, তাঁর উচ্চ আহ্বানে, হাজার হাজার মানুষ সেই অবশতা থেকে জেগে উঠবে, যা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীকে ধরে রেখেছিল, এবং সত্যের সৌন্দর্য ও মূল্য দেখবে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৫.

"প্রভুর কর্মীবৃন্দ" যারা "জ্ঞানী" এবং "যারা সৎ" তারা "অনুধাবন করবে," এবং "উন্মোচন" করবে "ধনরত্ন, যাতে সহস্র লোক সেগুলিকে আনন্দ ও বিস্ময়ে অবলোকন করবে।" লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্টবাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক, তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চ আহ্বানে তাদের মূর্ছিতাবস্থা থেকে জাগ্রত হওয়া ঘটে না; কারণ সেটিই রবিবারের আইন, এবং তা অ্যাডভেন্টিস্টবাদের জাগরণের জন্য অতি দেরি। একাদশ-ঘণ্টার শ্রমিকেরা তাদের "মূর্ছিতাবস্থা" থেকে জাগ্রত হয় "যে স্বর্গদূত তৃতীয় স্বর্গদূতের সাথে যুক্ত হয় তার উচ্চ আহ্বানে" শীঘ্র-আসন্ন রবিবারের আইনের সময়। ২০২৪ সাল থেকে, "যে সত্যসমূহ যুগযুগ ধরে অদেখা ও উপেক্ষিত ছিল," সেগুলি প্রজ্বলিত দীপ্তিতে "ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের আলোকিত পৃষ্ঠাসমূহ হইতে" উদ্ভাসিত হচ্ছে।

ইশাইয়া ২২:২২-এ এলিয়াকিমকে একটি চাবি দেওয়া হয়, এবং মথি ১৬-এ পিতরকে রাজ্যের চাবিগুলি দেওয়া হয়।

> আর দাউদের গৃহের চাবি আমি তার কাঁধে রাখব; তাই সে খুলবে, আর কেউ বন্ধ করতে পারবে না; আর সে বন্ধ করবে, আর কেউ খুলতে পারবে না। ইশাইয়া ২২:২২।

"চাবি"টি ফিলাদেলফিয়াকে প্রদান করা হয়েছে, কারণ শাস্ত্রে খোলা ও বন্ধ করার চাবির উল্লেখ যে আর এক স্থানে রয়েছে, সেটি কেবল ফিলাদেলফিয়া।

> ফিলাদেলফিয়ার গির্জার স্বর্গদূতের কাছে লিখ: যিনি পবিত্র এবং সত্য, যাঁর কাছে দাউদের চাবি আছে—যিনি খুলেন, আর কেউ বন্ধ করতে পারে না; এবং যিনি বন্ধ করেন, আর কেউ খুলতে পারে না—তিনি এইসব কথা বলেন: আমি তোমার কর্ম জানি; দেখ, আমি তোমার সম্মুখে একটি খোলা দরজা স্থাপন করেছি, যা কেউ বন্ধ করতে পারবে না; কারণ

> তোমার সামান্য শক্তি আছে, তবু তুমি আমার বাক্য রক্ষা করছে এবং আমার নাম অস্বীকার কর নি। প্রকাশিত বাক্য ৩:৭, ৮।

কুতর্কপ্রবণ ইহুদিদের সঙ্গে শেষে সংলাপে খ্রিষ্ট এমন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, যার উত্তর ইহুদিরা দিতে পারেনি।

> যখন ফরীশীরা একত্রিত হইয়াছিল, তখন যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কহিয়া, 'খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা? তিনি কার পুত্র?' তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'দায়ূদের পুত্র।' তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, 'তাহা হইলে দায়ূদ আত্মায় করিয়া তাঁহাকে "প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করেন, কহিয়া, "প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিণ দিকে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পদপীঠ করি"?' যদি দায়ূদ তাঁহাকে "প্রভু" বলিয়া ডাকে, তবে তিনি কিরূপে তাহার পুত্র হন?
>
> আর কেউই তাকে একটি কথাও জবাব দিতে পারল না; এবং সেই দিন থেকে কেউ আর তাকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করল না। মথি ২২:৪১-৪৬।

ইহুদিরা দাউদ ও খ্রিস্টের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্কটি বুঝতে সক্ষম ছিল না, কারণ 'পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি' এই ধরনের বাইবেলীয় ভাষা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চাবিকাঠি তাদের হাতে ছিল না। খ্রিস্ট ইহুদিদের সঙ্গে তাঁর মথিস্ক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটান এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে যে তাদের অন্ধতার ভিত্তি ছিল সত্যের বাক্যকে সম্যক্‌ভাবে বিভাজন করতে তাদের অক্ষমতা। তিনি ইতোপূর্বেই নির্দেশ করেছিলেন যে, যদি তোমরা মূসাকে বুঝতে, তবে খ্রিস্টকেও বুঝতে; কিন্তু তারা যে ধর্মগ্রন্থকে সমর্থন ও প্রতিরক্ষা করার দাবি করত, সেই ধর্মগ্রন্থই তারা বুঝত না।

'দাউদের গৃহের' 'চাবি' মিলারাইটদের প্রদান করা হয়েছিল, যারা ছিল ফিলাডেলফিয়ার মণ্ডলী। ওই 'চাবি' ছিল এক সংস্কারমূলক আন্দোলন, যা খোলা ও বন্ধ দরজার দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল। ১৭৯৮ হতে ১৮৬৩ পর্যন্ত মিলারাইট আন্দোলন, একটি আন্দোলন থেকে একটি মণ্ডলীতে পরিণত হতে হতে, 'ফিলাডেলফিয়া'র অভিজ্ঞতা থেকে 'লাওদিকিয়া'র অভিজ্ঞতায় অগ্রসর হয়েছিল। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল যেমন এক দরজা খোলা হয়েছিল এবং এক দরজা বন্ধ হয়েছিল, তেমন ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবরও এক দরজা খোলা হয়েছিল এবং এক দরজা বন্ধ হয়েছিল; তেমনই ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দেও এক দরজা খোলা হয়েছিল এবং এক দরজা বন্ধ হয়েছিল।

এলিয়াকিম একটি চাবি ধারণ করতেন, কিন্তু পিতরকে 'চাবিগুলি' প্রদান করা হয়েছিল। একবচনের সেই 'চাবি' ছিল ১৮৪৪-এর বন্ধ দ্বার।

> "পবিত্রস্থানের বিষয়ই ছিল সেই চাবি, যা ১৮৪৪ সালের হতাশার রহস্যের তালা খুলে দিয়েছিল। এটি সিত্যের একটি পরিপূর্ণ, পরস্পর-সম্পৃক্ত ও সুসংগত ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর করেছিল, দেখিয়ে দিয়েছিল যে ঈশ্বরের হাত মহান আগমন আন্দোলনকে পথনির্দেশ দিয়েছিল, এবং তাঁর লোকদের অবস্থান ও কর্মকে উজাগর করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান কর্তব্যও উন্মোচিত করেছিল।" দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৪২৩।

পবিত্রস্থান-বিষয়টি ছিল সেই চাবি, যা ১৮৪৪ সালের বন্ধ দরজাটি উন্মুক্ত করেছিল; কিন্তু পিতরকেও রাজ্যের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছিল।

> যীশু তাঁকে উত্তরে বললেন, ধন্য তুমি, শিমোন বার-যোনা; কারণ মাংস ও রক্ত তোমাকে এটি প্রকাশ করেনি, বরং স্বর্গস্থিত আমার পিতা করেছেন। আর আমি তোমাকে আরও

> বলছি, তুমি পিতর, এবং এই শিলার উপর আমি আমার মণ্ডলী স্থাপন করব; এবং নরকের ফটক তা পরাভূত করতে পারবে না। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলো দেব; তুমি পৃথিবীতে যা বাঁধবে, তা স্বর্গে বাঁধা হবে; আর তুমি পৃথিবীতে যা খুলবে, তা স্বর্গে খোলা হবে। মথি ১৬:১৭-১৯।

পংক্তির পর পংক্তি, পিতরের দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত অন্তিম চুক্তির বধূ ফিলাডেলফিয়াকে দায়ূদের গৃহের চাবি এবং স্বর্গরাজ্যের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। দায়ূদের গৃহের চাবিই সেই অন্তিম বিষয়, যা প্রসঙ্গে যীশু ফারিসিদের সঙ্গে সংলাপ করেছিলেন।

> যখন ফরীশীরা একত্রিত হইয়াছিল, তখন যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কহিয়া, 'খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা? তিনি কার পুত্র?' তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'দায়ূদের পুত্র।' তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, 'তাহা হইলে দায়ূদ আত্মায় করিয়া তাঁহাকে "প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করেন, কহিয়া, "প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিণ দিকে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পদপীঠ করি"?' যদি দায়ূদ তাঁহাকে "প্রভু" বলিয়া ডাকে, তবে তিনি কিরূপে তাহার পুত্র হন?
>
> আর কেহই তাকে একটি কথাও জবাব দিতে পারল না; এবং সেই দিন থেকে কেউ আর তাকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করল না। মথি ২২:৪১-৪৬।

দাউদ ও তাঁর প্রভু সম্বন্ধীয় বিষয়টিই পেন্তেকোস্তের দিনে তৃতীয় প্রহরে ঊর্ধ্বকক্ষে পিতরের প্রচারের ঠিক সূচনাবিন্দু ছিল। ফরীশীদের সঙ্গে খ্রীষ্টের সংলাপের দ্বার যে বিষয়টি বন্ধ করে দিয়েছিল, সেই বিষয়টিই ছিল সেই চাবিকাঠি, যা পেন্তেকোস্তের দিনে ঊর্ধ্বকক্ষের দ্বার উন্মোচনে পিতর ব্যবহার করেছিলেন।

> কারণ দাউদ স্বর্গে আরোহণ করেননি; কিন্তু তিনি নিজেই বলেন, "প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, 'আমার ডানদিকে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পদপীঠ করি'." অতএব ইস্রায়েলের সমুদয় গৃহ নিঃসন্দেহে জেনে রাখুক যে, ঈশ্বর সেই যীশুকে, যাকে তোমরা ক্রুশবিদ্ধ করেছ, প্রভু এবং খ্রিস্ট করেছেন।
>
> এ কথা শুনে তাঁরা হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদের বললেন, 'হে পুরুষগণ, ভ্রাতৃগণ, আমরা কী করব?'
>
> তখন পিতর তাদের বললেন, তোমরা পশ্চাত্তাপ কর, এবং তোমাদের প্রত্যেকে পাপসমূহের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর; এবং তোমরা পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, এবং যারা দূরে আছে তাদের সকলের জন্য—অর্থাৎ যতজনকে আমাদের প্রভু ঈশ্বর ডাকবেন, তাদের সকলের জন্য। এবং বহু অন্যান্য কথায় তিনি সাক্ষ্য দিলেন ও উপদেশ করলেন, এই বলে: এই বিপথগামী প্রজন্মের মধ্য থেকে নিজেদের উদ্ধার কর। তখন যারা আনন্দের সঙ্গে তাঁর বাক্য গ্রহণ করল, তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল; এবং সেদিনই তাদের সঙ্গে প্রায় তিন হাজার প্রাণ সংযোজিত হলো। প্রেরিতদের কার্য ২:৩৪-৪১।

পিতরের হাতে বাঁধা বা মুক্ত করার চাবিগুলি ছিল; এবং তিনি যখন তা প্রয়োগ করতেন, স্বর্গ পিতরের সেই কার্যালয়ের সঙ্গে সম্মত হতো। পিতর ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সম্মিলিত কার্যকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যার দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যের সত্যসমূহের সিলমোহর খোলা হয়। সেই সত্যসমূহের সিলমোহর খুললে, সেগুলি জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়।

খ্রিষ্টের যুগে যাঁদেরই উচিত ছিল জ্ঞানের সেই চাবিকাঠি ধরে রেখে পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থসমূহে নিহিত প্রজ্ঞার ধনভাণ্ডার খুলে দেওয়া, তারাই তা কেড়ে নিয়েছিল। রব্বিরা ও শিক্ষকেরা কার্যত দরিদ্র ও পীড়িতদের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্যের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তাদের ধ্বংসের মুখে ছেড়ে দিয়েছিল। তাঁর বক্তব্যে খ্রিষ্ট একসঙ্গে অনেক বিষয় তাদের সামনে আনতেন না, যেন তাদের মন বিভ্রান্ত না হয়। তিনি প্রতিটি বিষয় স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে তুলতেন। ধারণা প্রোথিত করার তাঁর উদ্দেশ্যে তা সহায়ক হলে, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে থাকা পুরোনো ও পরিচিত সত্যের পুনরাবৃত্তিকে অবজ্ঞা করতেন না।

খ্রিস্ট ছিলেন সকল প্রাচীন সত্যরত্নের প্রবর্তক। শত্রুর কার্যকলাপের ফলে এসব সত্য স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এগুলোকে তাদের প্রকৃত অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভ্রান্তির কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল। খ্রিস্টের কাজ ছিল এই মূল্যবান রত্নগুলোকে সত্যের কাঠামোর মধ্যে পুনর্বিন্যাস করে প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য স্বয়ং তিনি যে সত্যের নীতিসমূহ দিয়েছিলেন, সেগুলো শয়তানের মাধ্যমে চাপা পড়ে ছিল এবং আপাতদৃষ্টিতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্ট সেগুলোকে ভ্রান্তির আবর্জনা থেকে উদ্ধার করলেন, তাদের নতুন, প্রাণময় শক্তি দিলেন, এবং তাদেরকে মূল্যবান রত্নের মতো দীপ্ত হতে ও চিরদিন অটল থাকতে আদেশ দিলেন।

"খ্রিস্ট নিজেই এই পুরোনো সত্যগুলোর যেকোনোটি সামান্যতম অংশও ধার না করে ব্যবহার করতে পারতেন, কারণ এগুলোর সবই তাঁরই উদ্ভাবিত ছিল। তিনি প্রতিটি প্রজন্মের মন ও চিন্তায় এগুলো প্রোথিত করেছিলেন, আর যখন তিনি আমাদের জগতে এলেন, তিনি মৃত হয়ে পড়া সত্যগুলোকে পুনর্গঠিত ও প্রাণবন্ত করলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণে সেগুলোকে আরও প্রভাবশালী করে তুললেন। যিশু খ্রিস্টই ছিলেন সেইজন, যার ছিল আবর্জনার স্তূপ থেকে সত্যগুলোকে উদ্ধারের ক্ষমতা, এবং আবার সেগুলোকে তাদের মূল সতেজতা ও শক্তির চেয়েও বেশি নিয়ে জগতকে দেওয়ার ক্ষমতা।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ২৪০, ২৪১।

পিতরের চাবিগুলির উদ্দেশ্য ছিল বাঁধিবার ও খুলিবার, এবং পিতর চূড়ান্ত খ্রিস্টীয় বধূকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সাক্ষ্যে প্রতিফলিত পিতরের বাঁধিবার বার্তাটি হল সীলকরণ। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সাক্ষ্যে পিতরের খুলিবার বার্তাটি হল তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলাম।

আমি তখন তৃতীয় স্বর্গদূতকে দেখলাম। আমার সহগামী স্বর্গদূত বললেন, 'ভয়াবহ তার কাজ। ভয়ংকর তার মিশন। তিনি সেই স্বর্গদূত, যিনি গমকে আগাছা থেকে বেছে নেবেন, এবং স্বর্গীয় শস্যাগারের জন্য গমকে সিলমোহর করবেন, বা বেঁধে রাখবেন। এই বিষয়গুলিতে সমগ্র মন ও সমগ্র মনোযোগ নিবিষ্ট থাকা উচিত।' Early Writings, 119.

বাঁধা গমকে পেন্তেকোষ্ঠের প্রথমফল গম-নিবেদন দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছে; দোল-নিবেদনরূপে তা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ধ্বজা উত্তোলনকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঈশ্বরের জনগণের উপর মোহরকরণই পিতরের অভ্যন্তরীণ বার্তা, যা 9/11 থেকে ক্রমান্বয়ে মুক্তিলাভ করছে এমন তৃতীয় ‘হা’-পর্বে ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে সংঘটিত হয়।

এর পর আমি দেখলাম, চারজন স্বর্গদূত পৃথিবীর চার কোণে দাঁড়িয়ে আছে; তারা পৃথিবীর চার বায়ুকে ধরে রেখেছে, যেন বাতাস পৃথিবীর উপর, কিংবা সমুদ্রের উপর, কিংবা কোনো বৃক্ষের উপর না বয়। তারপর আমি পূর্বদিক থেকে আর-একজন স্বর্গদূতকে উপরে উঠতে দেখলাম, তাঁর কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের মোহর ছিল; এবং তিনি উচ্চস্বরে সেই

> চারজন স্বর্গদূতকে ডাক দিলেন, যাঁদের পৃথিবী ও সমুদ্রের ক্ষতি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, বললেন, আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপালে মোহর না দেওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর, কিংবা সমুদ্রের, কিংবা বৃক্ষদের কোনো ক্ষতি করো না। প্রকাশিত বাক্য ৭:১–৩।

সেই চার বাতাস, যা ঈশ্বরের লোকদের বাঁধার সময় সংযত থাকে, 9/11-তে সেগুলি মুক্তি পেয়েছিল, এবং পরে জর্জ বুশ কনিষ্ঠ সেগুলি সংযত করেন। পিতরের বাহ্যিক বার্তা হলো ইসলাম; এবং ইসলামের শিথিলিকরণ ও সংযমনই সেই বাহ্যিক বার্তা, যা সিলমোহরকরণের সময় জুড়ে চলমান থাকে। পিতরের মানবত্ব দিব্যত্বের সঙ্গে সংযুক্ত, কারণ তাঁকে প্রদত্ত চাবিগুলি স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সঙ্গতির প্রতিনিধিত্ব করে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> যারা প্রার্থনাকে অবহেলা করে, তাদেরকে অশুভজনের অন্ধকার বেষ্টন করে। শত্রুর ফিসফিসানো প্রলোভন তাদের পাপে প্রলুব্ধ করে; আর এর সবই ঘটে এই কারণে যে, প্রার্থনার ঐশ্বরিক বিধানে ঈশ্বর তাদের যে বিশেষাধিকার দিয়েছেন, তারা তার সদ্ব্যবহার করে না। প্রার্থনা যখন বিশ্বাসের হাতে থাকা সেই চাবি, যা স্বর্গের ভাণ্ডার খুলে দেয়, যেখানে সর্বশক্তিমানের সীমাহীন সম্পদ সঞ্চিত, তখন ঈশ্বরের পুত্র-কন্যারা কেন প্রার্থনায় অনিচ্ছুক হবে? অবিরাম প্রার্থনা ও সতর্ক জাগরণ ব্যতীত আমরা অসাবধান হয়ে পড়া এবং ন্যায়পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার বিপদের মধ্যে পড়ি। প্রতিপক্ষ নিরন্তর প্রায়শ্চিত্তের আসনে যাওয়ার পথ বাধাগ্রস্ত করতে সচেষ্ট থাকে, যাতে আন্তরিক মিনতি ও বিশ্বাসের দ্বারা আমরা প্রলোভন প্রতিরোধের জন্য অনুগ্রহ ও শক্তি লাভ করতে না পারি।
>
> কিছু শর্ত আছে, যার ভিত্তিতে আমরা আশা করতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেন ও উত্তর দেবেন। এদের মধ্যে প্রাথমিক শর্তগুলোর একটি হলো—আমরা যেন তাঁর সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'আমি তৃষ্ণার্তের উপর জল ঢেলে দেব, এবং শুষ্ক ভূমির উপর প্রবাহ ঢেলে দেব।' Isaiah 44:3. যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, যারা ঈশ্বরকে আকাঙ্ক্ষা করে, তারা নিশ্চিত থাকতে পারে যে তারা পরিতৃপ্ত হবে। হৃদয় অবশ্যই আত্মার প্রভাবের জন্য উন্মুক্ত হতে হবে, নতুবা ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ করা যায় না।
>
> আমাদের মহান প্রয়োজন নিজেই এক যুক্তি এবং আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে আরজি জানায়। তবে এ সকল বিষয় আমাদের জন্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রভুকে অন্বেষণ করা কর্তব্য। তিনি বলেন, 'চাও, এবং তোমাদের দেওয়া হবে।' এবং, 'যিনি নিজের পুত্রকেও রেহাই দেননি, বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করেছেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গেই আমাদের সবকিছুই অনুগ্রহপূর্বক দান করবেন না?' মথি ৭:৭; রোমীয় ৮:৩২.
>
> যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে অধর্ম লালন করি, যদি কোনো জানা পাপকে আঁকড়ে ধরি, তবে প্রভু আমাদের শুনবেন না; কিন্তু পশ্চাত্তাপী, ভগ্নচিত্ত আত্মার প্রার্থনা সর্বদা গৃহীত হয়। যখন সকল জানা অন্যায় সংশোধিত হয়, তখন আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের নিবেদনসমূহের উত্তর দেবেন। আমাদের নিজস্ব যোগ্যতা কখনোই আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে না; যিশুর যোগ্যতাই আমাদের রক্ষা করবে, তাঁর রক্তই আমাদের পরিশুদ্ধ করবে; তবু গৃহীত হওয়ার শর্তসমূহ পালন করতে আমাদেরও করণীয় আছে।

শ্রুতিপ্রাপ্ত প্রার্থনার আরেকটি উপাদান হলো বিশ্বাস। 'যে ঈশ্বরের কাছে আসে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আছেন, এবং তিনি তাঁদের প্রতিদানদাতা যাঁরা একাগ্রচিত্তে তাঁকে অনুসন্ধান করে।' ইব্রীয় ১১:৬। যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা যখন প্রার্থনা কর, যা কিছু তোমরা কামনা কর, বিশ্বাস কর যে তোমরা সেগুলি গ্রহণ করেছ, এবং সেগুলি তোমাদের হবে।' মার্ক ১১:২৪। আমরা কি তাঁর বাক্যকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করি? খ্রিষ্টের দিকে পদক্ষেপ, ৯৪-৯৬।

এখানে ঈশ্বরের দাস বলে পরিচয়দানকারী, তাঁর বার্তা বহনকারী, এবং আত্মমূল্যায়নে উচ্চাসীন যুবকদের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে। এলিয়ার ন্যায় তারা তাদের অভিজ্ঞতায় কোনো লক্ষণীয় বিষয় চিহ্নিত করতে পারে না; তথাপি যে কর্তব্যগুলি তাদের কাছে তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান, সেগুলি সম্পাদনের ঊর্ধ্বে নিজেদের মনে করে। দাসের কাজ হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় তারা প্রয়োজনীয় সেবা সম্পাদনের জন্য তাদের মন্ত্রিত্বের মর্যাদা থেকে নেমে আসে না। এমন সকলকে এলিয়ার উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তাঁর বাক্য স্বর্গের ভাণ্ডার—শিশির ও বৃষ্টি—পৃথিবীর জন্য তিন বছর ধরে বন্ধ করে দিয়েছিল। স্বর্গ উন্মুক্ত করে বৃষ্টিধারা নামাতে তাঁর বাক্যই ছিল একমাত্র চাবি। রাজার ও ইস্রায়েলের সহস্রাধিক জনতার উপস্থিতিতে তিনি যখন তাঁর সরল প্রার্থনা নিবেদন করলেন, ঈশ্বর তাঁকে সম্মানিত করলেন; তার উত্তরে স্বর্গ থেকে অগ্নি ঝলসে নেমে এসে বলিবেদির উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করল। বালের আটশো পঞ্চাশজন যাজককে বধ করে ঈশ্বরের বিচার কার্যকর করেছিল তাঁরই হাত; তবুও, সেই দিনের শ্রান্তিকর পরিশ্রম ও সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বিজয়ের পর, যিনি স্বর্গ থেকে মেঘ, বৃষ্টি ও আগুন নামিয়ে এনেছিলেন, তিনি ভৃত্যের সেবা করতেও প্রস্তুত হলেন এবং অন্ধকারে, ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির মধ্যে আহাবের রথের আগে দৌড়ালেন—সেই শাসকের সেবা করতে, যাকে তাঁর পাপ ও অপরাধের জন্য তিনি মুখোমুখি তিরস্কার করতে ভয় পাননি। রাজা ফটকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করলেন। এলিয় তাঁর উত্তরীয়ে নিজেকে জড়িয়ে নগ্ন মাটির উপর শয়ন করলেন। Testimonies, খণ্ড ৩, ২৮৭।